১৯তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ২০২৬

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট

বিশেষ ক্রোড়পত্র ■ ৩০ বৈশাখ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ / ১৩ মে ২০২৬, রোজ বুধবার

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

৩০ বৈশাখ ১৪৩৩
১৩ মে ২০২৬

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও 'বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস-২০২৬' পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। দিবসটি পালন উপলক্ষে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু, ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সহমর্মিতা ও শুভকামনা জানাই। সংশ্লিষ্ট সকল পরিচর্যাকারী, পেশাজীবী ও প্রতিষ্ঠানকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

অটিজম ও স্নায়ুবিকাশজনিত সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তিরা আমাদের পরিবার ও সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। একটি বৈষম্যমুক্ত কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জনে সমাজের এই অনগ্রসর সমস্যাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে রাষ্ট্রের মূল ধারায় সম্পৃক্ত করার বিকল্প নেই। অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তি ও শিশুরা অনেকক্ষেত্রেই বিশেষ প্রতিভার অধিকারী ও অসাধারণ সম্ভাবনাময় হয়ে থাকেন। তাদের মধ্যে অনেকেরই চিত্রাঙ্কন, সংগীত, গণিত কিংবা তথ্যপ্রযুক্তির মতো ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করেন। যথাযথ পরিচর্যা, সহানুভূতিশীল আচরণ ও উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা গেলে এই বিশেষ শিশুদের অন্যান্য শিশুদের ন্যায় গড়ে তোলার পাশাপাশি অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিদের একটি সুস্থ, সুন্দর ও কর্মক্ষম জীবনে ফিরিয়ে এনে সমাজের মূলধারায় সম্পৃক্ত করা সম্ভব।

বর্তমান সরকার একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, সমৃদ্ধ ও মানবিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে অঙ্গীকারবদ্ধ। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে অটিজম ও প্রতিবন্ধিতায় আক্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে সমাজ ও উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক। শৈশবকালেই অটিজম সঠিকভাবে শনাক্তকরণ এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও থেরাপির মাধ্যমে অটিস্টিক শিশুদের স্বাভাবিক বিকাশ নিশ্চিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমি সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং সকল অংশীজনকে অটিজম সম্পর্কে সকলের সচেতনতা বৃদ্ধি ও একটি প্রতিবন্ধিবান্ধব সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে তুলতে কাজ করার উদাত্ত আহ্বান জানাই।

অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তিবর্গের সঠিক পরিচর্যা, মানসম্মত শিক্ষা, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা হোক, স্নেহ-ভালোবাসা ও মানবিক পরিবেশে তারা গড়ে উঠুক পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য এক অনন্য সম্পদ হয়ে-বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবসে আমি এই কামনা করি।

আমি '১৯তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস-২০২৬' উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

মন্ত্রী
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস, ২০২৬ উপলক্ষে আমি দেশের সকল অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তি, তাদের পরিবার, কেয়ার গিভার, শিক্ষক, চিকিৎসক, গবেষক এবং অটিজম বিষয়ে কর্মরত ব্যক্তি ও সংগঠনসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'অটিজম কোনো সীমাবদ্ধতা নয়- প্রতিটি জীবন মূল্যবান'। অত্যন্ত সময়োপযোগী এ প্রতিপাদ্য বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে অটিজম ও স্নায়ু বিকাশজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমাজের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার পথ প্রশস্ত হবে। একই সাথে মানবিক ও কল্যাণমুখী জন আকাঙ্খার নতুন বাংলাদেশ গড়ার পথে আমরা অনেক দূর এগিয়ে যাবো।

অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু, কিশোর, যুবা ও প্রাপ্তবয়স্করা আমাদের সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাদের প্রতিভা, সৃজনশীলতা ও সক্ষমতাকে বিকশিত করার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত সুযোগ, সহমর্মিতা, সহযোগিতা এবং সঠিক দিক নির্দেশনা। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্মিলিত প্রয়াসে গড়ে উঠতে পারে এমন এক পরিবেশ, যেখানে প্রতিটি মানুষ সমান মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে বাঁচতে পারবে এবং নিজ নিজ সক্ষমতা অনুযায়ী সমাজে অবদান রাখতে পারবে।

অটিজম কোনো দুর্বলতা নয়; এটি মানব বৈচিত্র্যের এক স্বতন্ত্র রূপ, যা আমাদের সমাজকে আরও সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় করে তোলে। সেই কারণেই আমাদের প্রয়োজন বোঝাপড়া, সহমর্মিতা এবং সকল স্তরে অন্তর্ভুক্তির মনোভাব। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের অন্যতম মূলনীতি হলো 'কেউ পিছনে পড়ে থাকবে না' (No one should be left behind)। এ মূলনীতিকে ধারণ করে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সমাজের মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করতে পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্র, সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বস্তরে সম্মিলিত উদ্যোগ অপরিহার্য।

একটি মানবিক, অর্ন্তভুক্তিমূলক ও জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্র বির্নিমাণে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা, সামাজিক সক্ষমতা ও মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত করতে বর্তমান সরকার অঙ্গিকারবদ্ধ। সে লক্ষ্যে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি, সৃজনশীলতা বিকাশ এবং প্রতিবন্ধী বিষয়ক আইন ও নীতিমালাসমূহের কার্যকর বাস্তবায়নসহ নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরিকল্পনা বর্তমান সরকারের রয়েছে। সরকারের পাশাপাশি গণমাধ্যম, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি এ বিষয়ে সচেতনতা তৈরিতে ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উপলক্ষে আমি সকলের প্রতি আহ্বান জানাই, আসুন আমরা সকলের জন্য একটি অর্ন্তভুক্তিমূলক সহানুভূতিশীল, মানবিক এবং সমঅধিকারের সমাজ বির্নিমাণে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করি, যেখানে প্রকৃতি প্রদত্ত বৈশিষ্ঠ্যের জন্য অটিস্টিক মানুষের স্বপ্ন থেমে যাবে না।

আমি '১৯তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস-২০২৬'-এর সকল কর্মসূচির সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করছি।

অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন এমপি

WORLD AUTISM AWARENESS DAY2026

"অটিজম কোনো সীমাবদ্ধতা নয়- প্রতিটি জীবন মূল্যবান"

নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট অর্জন, চলমান কার্যক্রম ও উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা

নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ধীন আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। অটিজমসহ স্নায়ুবিকাশজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে ২০১৩ সনে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন প্রণয়ন করা হয়। এ আইনের বিধান অনুসারে ২০১৪ সনে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট স্থাপন করা হয়। এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট অটিজম, ডাউন সিনড্রোম, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও সেরিব্রাল পালসি এ চার ধরনের এনডিডি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে কাজ করে। অটিজম বা Autism Spectrum Disorder এমন একটি স্নায়ু বিকাশ জনিত অবস্থা যা, মূলত একজন মানুষের যোগযোগ, সামাজিক আচরণ ও চিন্তা প্রক্রিয়ায় প্রভাব ফেলে। অন্যান্য প্রতিবন্ধিতার পাশাপাশি বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিশু বা ব্যক্তি অটিজম ও স্নায়ুবিকাশ জনিত সমস্যার শিকার। অটিজমে আক্রান্ত শিশু ও ব্যক্তিদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তার প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরতে এবং এ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ২০০৭ সালে ২ এপ্রিলকে 'বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস' হিসেবে পালনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর থেকে প্রতি বছর দিবসটি পালন করা হচ্ছে। সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। এ বছর অনিবার্য কারণবশত ১৩ মে ২০২৬ তারিখ ১৯তম 'বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস' উদযাপন করা হচ্ছে। ১৯তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ২০২৬-এর প্রতিপাদ্য-

"অটিজম কোনো সীমাবদ্ধতা নয়- প্রতিটি জীবন মূল্যবান"

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই অটিজম ও অন্যান্য এনডিডি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিদের সার্বিক জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন কল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ, কর্মপরিকল্পনা, উন্নয়ন কর্মসূচি ও গঠনমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ট্রাস্টের সাম্প্রতিক অর্জন, চলমান কার্যক্রম ও উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কিত তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলো:

স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কার্যক্রম

চিকিৎসা সহায়তা হিসেবে এককালীন অনুদান প্রদান: এনডিডি ব্যক্তিদের চিকিৎসা সহায়তা হিসেবে এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট হতে প্রতিবছর আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৪২৬৪ জন এনডিডি ব্যক্তিকে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা করে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৫০০০ জন এনডিডি ব্যক্তিকে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা করে চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে আবেদন আহবান করা হয়। ইতোমধ্যে ট্রাস্ট কার্যালয়ে এবং জেলা পর্যায় হতে এ সংক্রান্ত আবেদন পাওয়া গিয়েছে। যথাসময়ের মধ্যে অনুদান প্রদানের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।

প্রতিবন্ধিতা সনাক্তকরণ টুলস প্রণয়ন: এনডিডিসহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সঠিক পদ্ধতিতে সনাক্তকরণ ও সঠিক পরিসংখ্যান নির্ণয়ের লক্ষ্যে একটি অভিন্ন টুলস প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।

শিক্ষা সম্পর্কিত কার্যক্রম

এনডিডি শিশুদের জন্য বিশেষ শিক্ষাক্রম প্রণয়ন: এনডিডি শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ শিক্ষাক্রম প্রণয়নের নিমিত্ত এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণ এবং তাঁদের মতামতের ভিত্তিতে একটি খসড়া বিশেষ শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে। এনডিডি শিক্ষর্থীদের জন্য প্রনীত বিশেষ শিক্ষাক্রমের খসড়া চূড়ান্তকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

Activity of Daily Living (ADL) প্রশিক্ষণ প্রদান: এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্টের আওতায় নির্বাচনী ইশতেহার-২০২৬ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে "অটিজম ও এনডিডি সেবাকেন্দ্র" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে এনডিডি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিদের দৈনন্দিন যত্ন-পরিচর্যা ও চিকিৎসা সেবার বিষয়ে পিতা-মাতা/অভিভাবকদের Activity of Daily Living (ADL) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। চলতি অর্থবছরে ৫০০ জনকে এ প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

মাতা-পিতা/অভিভাবকগণের প্রশিক্ষণ: এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট কর্তৃক এনডিডি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু/ব্যক্তিদের পিতা- মাতা/অভিভাবকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। গত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৮০০ জন পিতা-মাতা/অভিভাবককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ২৫০ জন পিতা-মাতা/অভিভাবককে প্রশিক্ষণ প্রদান হয়েছে। এটি একটি চলমান কার্যক্রম।

বিশেষ স্কুলের শিক্ষকবৃন্দের প্রশিক্ষণ: এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট কর্তৃক এনডিডি বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। গত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৮০০ জন বিশেষ স্কুলের শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ২২০ জন বিশেষ স্কুলের শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এটি একটি চলমান কার্যক্রম।

কেয়ারগিভার প্রশিক্ষণ: অটিজম ও এনডিডি শিশুর পিতা-মাতা/ অভিভাবকগণকে শিশুদের যত্ন ও পরিচর্যা, স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট কর্তৃক কেয়ার গিভার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। গত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৫১ জন কেয়ার গিভারকে প্রশিক্ষণ এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৫৩ জন কেয়ার গিভারকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন

"অটিজম ও এনডিডি সেবাকেন্দ্র" শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ: এনডিডি ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে অটিজম ও এনডিডি সেবাদান কেন্দ্র শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ঢাকা সিটিকর্পোরেশন এলাকায় ২টি সহ সারাদেশে ১৪ টি কেন্দ্রে'-র মাধ্যমে ফিজিওথেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি, স্পিচ এন্ড ল্যাংগুয়েজ থেরাপি, সাইকোসোশ্যাল কাউন্সিলিং, শারীরিক ও মানসিক কাউন্সেলিং, খাদ্য-পুষ্টি ও স্বাস্থ্যবিষয়ক সেবা ও পরামর্শ প্রদানসহ ১৭ ধরণের সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এ সকল সেবা কেন্দ্রে জুলাই/২০২৪ হতে এপ্রিল/২০২৬ পর্যন্ত মোট ২,৬০,১৯৬ জন এনডিডি ব্যক্তিকে ১২,৩৯,৮২০টি সেবা প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম/সেবা প্রদান করা হয় তা নিম্নরূপ:

জীবনচক্রব্যাপী স্নায়ুবিক সমস্যাগ্রস্থ ৪ ধরণের প্রতিবন্ধী শিশু ও ব্যক্তিগণকে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি টিম-এর মাধ্যমে থেরাপি সেবাসহ অন্যান্য সেবা প্রদান করা। থেরাপি সেবাগুলো নিম্নরুপ:

ক. অকুপেশনাল থেরাপি খ. স্পিচ এন্ড ল্যাংগুয়েজ থেরাপি গ. ফিজিও থেরাপি ঘ. সাইকোলজিস্ট কর্তৃক সাইকোসোশ্যাল কাউন্সেলিং ঙ. শারীরিক ও মানসিক কাউন্সেলিং চ. খাদ্য-পুষ্টি ও স্বাস্থ্যবিষয়ক সেবা ও পরামর্শ প্রদান ছ. সহায়ক উপকরণ ও সহায়ক প্রযুক্তিভিত্তিক থেরাপি সেবা প্রদান

এনডিডি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তির জন্য রিহ্যাবিলিটেশন সেবা ও বিশেষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প: এনডিডি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তির জন্য রিহ্যাবিলিটেশন সেবা ও বিশেষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত প্রস্তাবিত ডিপিপি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় হতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি অননুমোদিত প্রকল্প হিসেবে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত আছে।

সচেতনতামূলক কার্যক্রম

আইন ও বিধিসমূহের সংকলন প্রকাশ ও বিতরণ: প্রতিবন্ধিতা নিয়ে সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মস্পৃহা ও কর্ম উদ্দীপনা বৃদ্ধি, প্রতিবন্ধিতা সংক্রান্ত বিধি বিধান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান আহরণ এবং সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিদ্যমান আইন, বিধি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় সরকারি আদেশ-নির্দেশনাসমূহের একটি সংকলন প্রকাশ করা হয়েছে। সংকলনটি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিতরণ/প্রেরণের মাধ্যমে সচেতনতামূলক কার্যক্রম হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

প্রামাণ্য চিত্র তৈরি: প্রতিবছর বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবসে এনডিডি বিষয়ক প্রামাণ্য চিত্র তৈরি করা হয়। বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ২০২৫ উপলক্ষ্যে এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট কর্তৃক ডকুমেন্টারী তৈরি করে বিভিন্ন টিভি চ্যানেল ও সোশ্যাল মিডিয়াগুলোতে প্রচার/ উন্মুক্ত করা হয়েছে। ট্রাস্টের ওয়েবসাইটেও আপলোড করা হয়েছে। চলতি ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উপলক্ষ্যে একটি ডকুমেন্টারি প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, যা ১৩ মে ২০২৬ তারিখে দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত হবে।

দিবস উদযাপন

বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উদযাপন: প্রতিবছর বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস সারাদেশব্যাপী যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হয়ে থাকে। অটিজম বিষয়ে ব্যাপক জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও অবদান রাখতে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টজনের উৎসাহ ও প্রণোদনা প্রদানের জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে অটিজম পদক প্রদান করা হয়। এ দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে লিফলেট, পোস্টার, ব্রোশিউর ইত্যাদি মূদ্রণ ও বিতরণ, বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ এবং টিভিসি/ডকুমেন্টারি প্রণয়নপূর্বক বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে ও সোশ্যাল মিডিয়াতে ব্যাপক প্রচার করা হয়।

বিশ্ব ডাউন সিনড্রোম দিবস উদযাপন: প্রতিবছর ২১ মার্চ বিশ্ব ডাউন সিনড্রোম দিবস যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদযাপন করা হয়ে থাকে। উক্ত অনুষ্ঠানে এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট কর্তৃক ডাউন সিনড্রোম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিক্ষার্থীকে এককালীন ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা করে আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করা হয়। এছাড়াও এ দিবস উপলক্ষ্যে এনডিডি শিশু ও ব্যক্তিদের প্রতিভা ও মেধা বিকাশের লক্ষ্যে চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় সকল অংশ গ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা পুরস্কার এবং বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার ও আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করা

বিশ্ব সেরিব্রাল পালসি প্রতিবন্ধী দিবস উদযাপন: প্রতিবছর ০৬ অক্টোবর বিশ্ব সেরিব্রাল পালসি দিবস যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদযাপন করা হয়ে থাকে। বিশ্ব সেরিব্রাল পালসি প্রতিবন্ধী দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে সেরিব্রাল পালসি বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা প্রণোদনা ও কৃতি উদ্যোক্তাদের জন্য আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করা হয়।

অন্যান্য কার্যক্রম

সাংস্কৃতিক চর্চা, মেধা বিকাশ ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা আয়োজন: এনডিডি শিশু ও ব্যক্তিদের প্রতিভা ও মেধা বিকাশের লক্ষ্যে ট্রাস্ট কর্তৃক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হয়। এছাড়াও এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্টের আওতাধীন সারাদেশে চালুকৃত ১৪টি 'অটিজম ও এনডিডি সেবাদান কেন্দ্রে' এনডিডি শিশু/ব্যক্তিদের অংশগ্রহণে চিত্রাংকণ প্রতিযোগীতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এনডিডি শিশু ব্যক্তিদের পুনর্বাসন: অটিজম ও এনডিডি ব্যক্তিদের সার্বিক জীবনমান উন্নয়ন ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদফতরাধীন বগুড়া জেলায় অবস্থিত 'সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে' ১১ জন পুরুষ এনডিডি শিশু/ব্যক্তি এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় অবস্থিত 'সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে' ০৯ জন মহিলা এনডিডি শিশু/ব্যক্তিকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। অর্থ বিভাগের অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিকেন্দ্রে ৮ জন করে মোট ১৬ জন হোস্টেল অ্যাটেন্ড্যান্ট (কেয়ারগিভার) নিয়োগ করা হয়েছে।

অভিভাবক নিবন্ধন নির্দেশিকা প্রণয়ন: ট্রাস্ট আইন অনুযায়ী এনডিডি শিশু/ব্যক্তিদের অভিভাবক নিবন্ধনের সুযোগ থাকায় অভিভাবক নিবন্ধন প্রক্রিয়াটিকে সহজীকরণের লক্ষ্যে অভিভাবক নিবন্ধন নির্দেশিকা প্রণয়ন করে জেলা কমিটির নিকটে প্রেরণ করা হয়েছে।

সংগঠন নিবন্ধন নির্দেশিকা প্রণয়ন: ট্রাস্ট আইন অনুযায়ী সংগঠন নিবন্ধনের সুযোগ থাকায় এ প্রক্রিয়াটিকে সহজীকরণের লক্ষ্যে সংগঠন নিবন্ধন নির্দেশিকা প্রণয়ন করে জেলা কমিটির নিকটে প্রেরণ করা হয়েছে।

মুহাম্মদ শাহীনা আক্তার
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৩০ বৈশাখ ১৪৩৩
১৩ মে ২০২৬

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও গুরুত্বসহকারে পালিত হচ্ছে 'বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস-২০২৬'। সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ও ১৯তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস- ২০২৬ পালনের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। এ দিবস উদযাপনের প্রাক্কালে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু, ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের সদস্য, চিকিৎসক, থেরাপিস্ট, সহায়ক উপকরণ উদ্ভাবকসহ অটিজম বিষয়ে কর্মরত ব্যক্তি সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনসমূহকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

বাংলাদেশ বিশ্বের একটি অন্যতম জনবহুল দেশ। অন্যান্য প্রতিবন্ধিতার পাশাপাশি বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক শিশু/ব্যক্তি অটিজম ও স্নায়ুবিকাশজনিত সমস্যার শিকার। প্রতিটি নাগরিকের মতো অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিদেরও পূর্ণ মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। একটি মানবিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ বিনির্মাণ ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতে যথাযথ পরিচর্যার মাধ্যমে অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিদের সমাজের মূলধারায় নিয়ে আসার বিকল্প নেই। এ প্রেক্ষাপটে দিবসটির এ বছরের প্রতিপাদ্য- 'অটিজম কোনো সীমাবদ্ধতা নয়- প্রতিটি জীবন মূল্যবান'। অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। একটি বৈষ্যমহীন, মেধাভিত্তিক, জবাবদিহিমূলক জনগণকেন্দ্রিক মানবিক ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের অঙ্গিকার নিয়ে বর্তমান সরকারের যাত্রা শুরু হয়েছে। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবা ইউনিট স্থাপন, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাবৃত্তি ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণসহ প্রতিবন্ধী বিষয়ক আইনগুলোর কার্যকর বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি মর্যাদাপূর্ণ, সহায়ক ও সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তুলতে বর্তমান সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আমরা এমন একটি বাংলাদেশ গড়তে চাই, যেখানে প্রতিটি মানুষ তার সীমাবদ্ধতা জয় করে নিজের স্বপ্নপূরণের সুযোগ পাবে। অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা, সামাজিক সক্ষমতা এবং মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষের মানোন্নয়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন যারা খেলাধুলায় আগ্রহী আমরা ইতোমধ্যেই তাদের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। আরো বেশিসংখ্যক ব্যক্তি যাতে প্যারা-অলিম্পিকে অংশ নিতে পারে সে লক্ষ্য বাস্তবায়নেও সরকার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

আমি বিশ্বাস করি, সম্মিলিত প্রয়াস, আন্তরিক সদিচ্ছা এবং মানবিক দায়বদ্ধতার মাধ্যমে এমন একটি বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব যেখানে সকল মানুষ, তাদের বৈশিষ্ট্য ও পরিচয়ের ভিন্নতা সত্ত্বেও, সমান সুযোগ, সম্মান এবং মর্যাদা নিয়ে জীবনযাপন করতে পারবে। আমি '১৯তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ২০২৬' উদযাপন উপলক্ষ্যে অটিজম বৈশিষ্টসম্পন্ন ব্যক্তি, তাদের পিতা-মাতা, স্বজন এবং পরিচর্যাকারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভ কামনা জানাই এবং দিবস উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

তারেক রহমান

প্রতিমন্ত্রী
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

##